সংবাদ

তারিখ 17 JAN 2003
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

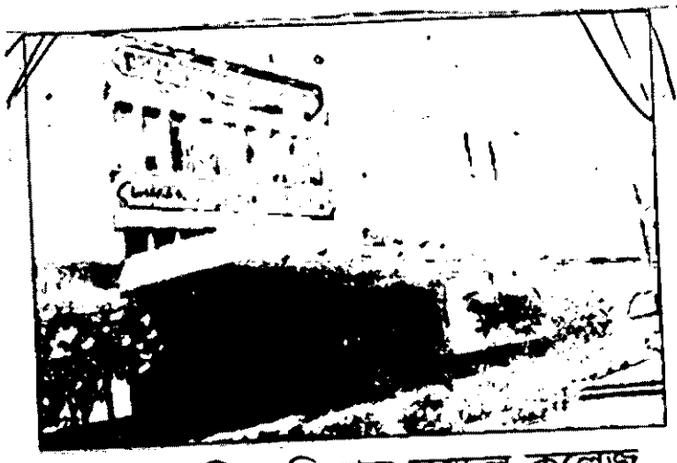

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ

ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্রদের অভিভাবক সমিতির এক সভায় কলেজ পরিচালনা পরিষদে অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার এবং প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়ের হিসাব প্রকাশ করার দাবি জানানো হয়েছে। কলেজের ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে শুক্রবার ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়। ইতোপূর্বে অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপিও দিয়েছেন ছাত্র বেতন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবি জানিয়ে।

জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় সকাল ১০টায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহাম্মদ মমতাজ আহসান। বক্তব্য রাখেন অ্যাডভোকেট এটিএম ওবায়দুল হাই, মফিউল আলম, নাইম চৌধুরী, আবুল কাসেম প্রমুখ।

সভায় বক্তারা বলেন, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র বেতন বাড়ানো সংক্রান্ত অধ্যক্ষের চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রতিষ্ঠানটি ছাত্রদের কাছ থেকে আদায় করা অর্থ দ্বারা পরিচালিত হয়। তাহলে প্রতিষ্ঠানটির আয়-ব্যয় সম্পর্কে জানার অধিকার অভিভাবকদের

সিদ্ধান্ত ঃ পৃঃ ২ কঃ ১

সিদ্ধান্ত ঃ প্রত্যাহারের দাবি

(১২ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। কিন্তু কলেজের পরিচালনা পর্ষদে অভিভাবকদের নির্বাচিত প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তারা আয়-ব্যয় সম্পর্কে কিছুই জানতে পারেন না।

ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ কর্তৃপক্ষ প্রতিবছর ৫০ শতাংশ করে দু'বছরে ছাত্র বেতন দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তারা অবিলম্বে এ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার দাবি জানান।

দু'বছর আগে ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ছাত্র বেতন ছিল মাসিক ১শ' ৯০ টাকা। ২০০২ সালে মাসিক ছাত্র বেতন করা হয় ৩শ' ৪০ টাকা। চলতি ২০০৩ সালে মাসিক ছাত্র বেতন ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ৫শ' ১০ টাকা এবং আগামী শিক্ষাবর্ষে আরও ৫০ শতাংশ বাড়িয়ে ৬শ' ৮০ টাকা করা হয়েছে। সেশন চার্জ ও অন্যান্য ফিও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানিয়েছেন অভিভাবকদের চিঠি দিয়ে।

ছাত্র বেতন, সেশনচার্জ এবং অন্যান্য ফি বাড়ানোর সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে কলেজের ছাত্রদের অভিভাবকরা শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন। স্মারকলিপিতে তারা বলেন, শিক্ষাকে সহজলভ্য করার জন্য সরকার বাজেটে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়েছে। যাতে অসচ্ছল পরিবারের সন্তানরাও শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য সরকার শিক্ষাখাতে ব্যাপক ভর্তুকিও দিচ্ছে। শুধু উচ্চবিত্ত নয়, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক সন্তান মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে এখানে ভর্তি হয়ে লেখাপড়া করে। এমনিতে তাদের খরচ যোগাতে এসব পরিবারকে হিমশিম খেতে হয়, তার ওপর শিক্ষা খাতে ব্যয় দু'বছরে দ্বিগুণ হলে তাদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যাবে বলে স্মারকলিপিতে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়।